ঈদুল ফিতরের খুতবা

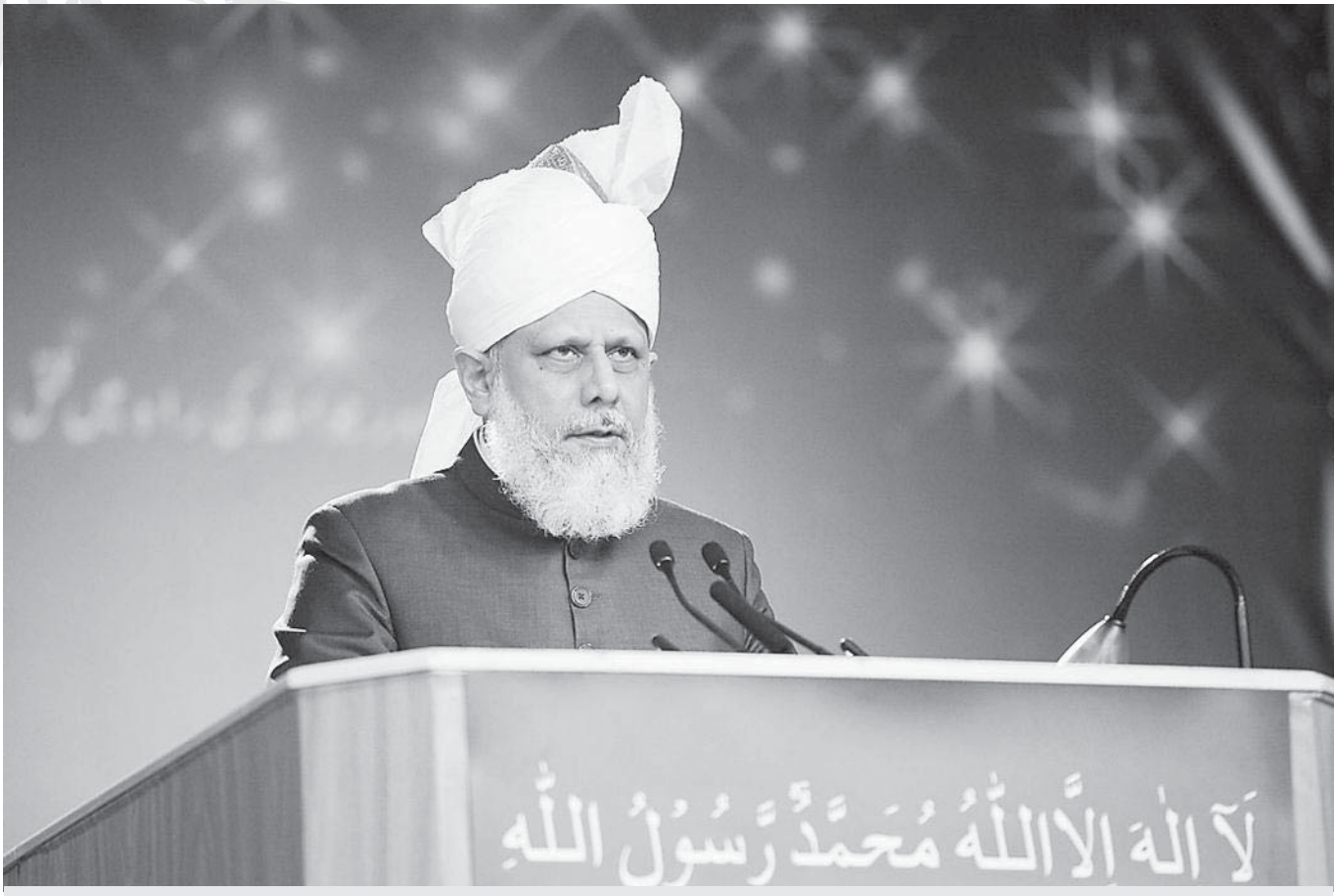

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯শে জুলাই, ২০১৫ তারিখে প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আমরা ছোট, বড়, নারী-পুরুষ সবাই এখানে এ উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি যে, আজকের দিন একটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। আর সেই বিশেষত্ব হচ্ছে ইসলামে আমাদের অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য মানব প্রকৃতিকে দৃষ্টিপটে রেখে যে, মানুষ যেন সজাতি এবং নিকট আত্মীয়দের সাথে মিলেমিশে কোন আনন্দের দিন উদযাপন করে, ঈদের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। আর যারা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যারা ইসলামের অনুসারী, ইসলামের মান্যকারী এবং যারা এই অঙ্গীকার করে যে, আমরা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর অগ্রাধিকার দিব বা প্রাধান্য দিব, তাদের জন্য এই দিন আরও অনেক বেশি আনন্দের কারণ হয়ে থাকে যখন তারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারে এক মাস আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে বৈধ কাজ কর্ম থেকেও বিরত থাকে, নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের ওপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং আল্লাহ্ তা'লারই নির্দেশে আজকের দিনে ঈদ উদযাপন করে।

অতএব এমন অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা আরও বেড়ে যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা শুধুমাত্র বিধি-নিষেধই আরোপ করেন নি, শুধুমাত্র বিধি-নিষেধের মাঝেই বান্দাকে আটকে রাখেন নি বরং প্রকৃতির চাহিদাকে দৃষ্টিপটে রেখে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দের উদযাপনের জন্য আমাদেরকে ঈদের দিন

একজন সত্যিকার মুসলমান যখন ঈদ উদযাপন করে তখন তার এই বিষয়টিকেও দৃষ্টিতে রাখা চাই, আমার এই ঈদ কেবল পানাহার এবং ক্রীড়া-কৌতুক বা খেলা তামাশার ঈদ নয়, বরং এই ঈদ যেখানে আমাকে অন্যদের সাথে মিলিতভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার বা আনন্দ উদযাপনের অনুমতি দেয় সেখানে এই বিষয়ের প্রতিও আমার মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, এখন আমার খোদা তা'লার প্রাপ্য অধিকার পূর্বের তুলনায় আরও সুন্দরভাবে প্রদান করতে হবে, যিকরে ইলাহির প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ দিতে হবে।

দান করেছেন।

কিন্তু এই আনন্দের দিনে এই বিষয়টিও আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা চাই যে, আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে যেখানে মানব প্রকৃতি অনুসারে আনন্দ উদযাপনের উপকরণ সরবরাহ করেছেন, সেখানে সেই আনন্দ উদযাপনের কিছু সীমারেখাও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এক দিকে তিনি প্রকৃতির দাবি অনুসারে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে আনন্দ উদযাপনের ব্যবস্থা করেন আর অপর দিকে বান্দার যে দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্ব পালনের জন্যও কিছু সীমা এবং জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দেন। অন্যান্য জাতির লোক যারা রয়েছে তারাও নিজ নিজ আনন্দ উদযাপনের জন্য দিন নির্ধারণ করেছে কিন্তু তাদের দিন এইভাবে শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে নয় যেভাবে মুসলমানরা শরীয়তের শিক্ষা অনুসারে উদযাপন করে থাকে। আর তাতে এমন সম্মিলিত রূপও দেখতে পাওয়া যায় না যেমনটি ইসলাম ঈদের দিনে একটি সম্মিলিত রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। আর শুধু এটিই নয় যে, মুসলমানদের ঈদ শুধু শরীয়তের শিক্ষা সম্মত বা শরীয়তের নির্দেশ অনুসারে বরং যেমনটি আমি বলেছি যে, এটি বিভিন্ন বিধি নিষেধও আরোপ করে থাকে। আর মানব জীবনের মূল উদ্দেশ্যকেও দৃষ্টিপটে রেখে আমাদেরকে এই আনন্দ উদযাপনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অতএব আমাদের এই আনন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এতে ঈদের নামায এবং ঈদের খুতবায় অংশ গ্রহণ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর নামায ও ঈদের খুতবার মূল উদ্দেশ্য হলো, যেখানে মানুষ ঈদ উদযাপনের জন্য, ঈদের আনন্দ উদযাপনের জন্য সমবেত হবে, সম্মিলিতভাবে আনন্দ করার জন্য কোন প্রোগ্রাম বানাবে, সেখানে খোদা তা'লার ইবাদত করার জন্য এবং খোদার কথা শুনার জন্যও যেন তারা সমবেত হয়। অতএব অন্যান্য জাতির যে ঈদ এগুলো পানাহার এবং ক্রীড়া কৌতুকের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু আমাদের ঈদগুলোতে অন্যান্য দিনের চেয়েও বেশী যিকরে ইলাহির নির্দেশ রয়েছে। ঈদের দিন পাঁচ বেলার নামায পড়াও ফরয এছাড়া ঈদের নামায পড়া এবং ঈদের খুতবা শুনাও আবশ্যক।

অতএব একজন সত্যিকার মুসলমান যখন ঈদ উদযাপন করে তখন তার এই বিষয়টিকেও দৃষ্টিতে রাখা চাই বা রাখা উচিত যে, আমার এই ঈদ কেবল পানাহার এবং ক্রীড়া-কৌতুক বা খেলা তামাশার ঈদ নয়, বরং এই ঈদ যেখানে আমাকে অন্যদের সাথে মিলিতভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার বা আনন্দ উদযাপনের অনুমতি দেয় সেখানে এই বিষয়ের প্রতিও আমার মনোযোগ বা দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, এখন আমার খোদা তা'লার প্রাপ্য অধিকার পূর্বের তুলনায় আরও সুন্দরভাবে প্রদান করতে হবে, যিকরে ইলাহির প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ দিতে হবে। এমনটি যেন না হয় যে, ঈদের নামায পড়ার পর ঈদের অন্যান্য যে ব্যস্ততা রয়েছে তার কারণে এবং পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্য যোহর-আসরের নামাযের প্রতি কোন দৃষ্টি থাকবে না। মানব সৃষ্টির যে মূল উদ্দেশ্য তা-ই মানুষ ভুলে বসবে, এমনটি যেন না হয়। আর আমাদের আহমদীদের সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে আরো বেশী এই বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত যে, ঈদের আনন্দে খোদার যে প্রাপ্য অধিকার তাও আমরা ভুলবো না আর খোদার সৃষ্টির যে প্রাপ্য অধিকার রয়েছে তা প্রদানের ক্ষেত্রেও আমরা আলস্য প্রদর্শন করবো না।

আমাদের এই ঈদ শুধুমাত্র বাহ্যিক ক্রীড়া কৌতুকের ঈদ নয়, বরং সেই সত্যিকার এবং প্রকৃত ঈদ যা আমাদেরকে খোদা তা'লার সঙ্গে মিলিত করবে, এক নিবিড় সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ করবে। এটি আমাদের প্রতি খোদা তা'লার কত বড় এহসান বা অনুগ্রহ যে, তিনি যুগ ইমামকে আমাদের সংশোধনের জন্য প্রেরণ

করেছেন। সেই ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন যার আগমন এবং তাঁকে দেখা ও তাঁকে গ্রহণ করার বাসনা নিয়ে অনেক পুণ্যবান মানুষ এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অনেক কৃপা করেছেন যে, তিনি আমাদেরকে শুধু তাঁর যুগে সৃষ্টিই করেন নি বরং আমাদেরকে তাঁকে মানার তৌফিকও দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে এই তৌফিক এবং সুযোগ দিয়েছেন যে, আমরা যুগ ইমামকে মেনেছি, তো যুগ ইমামকে মান্য করার এই বিষয়টি আমাদের কাছে কিছু দাবি করে, এবং এই বিষয়গুলো আমাদের দৃষ্টিতে রাখা চাই। আমাদের জন্য শুধু এই কথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অনুসারে তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরীত মহাপুরুষকে আমরা মেনেছি বা তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে আমরা মেনেছি এটিই যথেষ্ট নয়।

বরং আমাদের ঈমানকে আরও সুন্দর করার জন্য আর সত্যিকার ঈদ উদযাপন করার জন্য সেসব প্রত্যাশাও আমাদেরকে পূরণ করতে হবে যা যুগ ইমাম, প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহ্দী (আ.) আমাদের কাছে রেখেছেন, তখনই আমাদের ঈদ সত্যিকার ঈদে পরিণত হবে, তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার ফযল এবং কৃপারাজি অর্জনকারী হতে পারবো, তবেই আমরা মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশ মান্যকারী হবো যে, আমার মাহ্দীকে তোমরা মেনো। শুধু মৌখিকভাবে মানার অঙ্গীকার করা, এটি যথাযথভাবে মানার দায়িত্ব পালন করা নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কার্যকরভাবে বা ব্যবহারিক দিক থেকেও এতায়াত বা আনুগত্যের দৃষ্টান্ত না দেখাবো। এতায়াতের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনও আবশ্যক কেননা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর বয়াতে আমাদের কাছে এই অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, আমরা সারা জীবন বা আমৃত্যু তাঁর আনুগত্য করতে থাকবো, তাঁর নির্দেশ পালন করার জন্য নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করব।

এ সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলছি যার প্রত্যাশা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে রেখেছেন। তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, আমাদের জামাত যদি সত্যিকার জামাতে পরিণত হতে চায় তাহলে তাদের উচিত তারা যেন নিজেদের ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করে, প্রবৃত্তির তাড়না এবং প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা থেকে যেন মুক্ত থাকে, আর আল্লাহ্ তা'লাকে যেন সবকিছুর ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। তিনি বলেন, বাজে কাজ-কর্মে লিপ্ত হলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।

সুতরাং বাজে কাজ-কর্ম এড়িয়ে চললে খোদা তা'লা অগ্রাধিকার পান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেকের জন্য তার নিজেরও কিছু অধিকার নির্ধারণ করেছেন, স্ত্রী-সন্তানেরও কিছু প্রাপ্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা এই কথা বলেন না যে, নিজের অধিকার নিজেকে দেবে না বা নিজের ওপর যুলুম করবে এ কথা আল্লাহ্ তা'লা বলেন না। বরং আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তাঁর প্রতি সত্যিকার কৃতজ্ঞতা হলো, যে সমস্ত নিয়ামতরাজি তিনি নাযেল করেছেন সেগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করা। এখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, প্রবৃত্তির কামনা বাসনা এড়িয়ে চল এর অর্থ হলো নফস বা প্রবৃত্তির পিপাসা নিবারণের জন সত্যকে বিসর্জন দিবে এটি যেন না হয় বা হারামকে হালাল জ্ঞান করবে এমনটি যেন না হয় বরং, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যেসব সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে সাবধান থাকবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক ধনবান ব্যক্তির জন্য একটি জিনিস হস্তগত করা সহজ, যাকে আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক সাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন তার জন্য সেটি হস্তগত করা সহজ আর সেটি বৈধও, সে ব্যক্তি সহজেই এটি হস্তগত করতে পারে বা অর্জন করতে পারে।

কিন্তু যার সাধ্য নেই বা যার আয়ের ভিতর থেকে তা লাভ করা তার জন্য সম্ভব নয় কিন্তু তার লিপ্সা অন্যায় আয়ের মাধ্যমে সেটি হস্তগত করতে তাকে প্রবৃত্ত করে বা কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য সে ঋণ নিয়ে নিজেকে ঋণের বোঝায় জর্জরিত করে, সে যদি এটি হস্তগত করতে চায় তাহলে এটি আসলে প্রবৃত্তির কামনা বাসানারই রাজত্ব যা তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলো বা এরই শাসন সে শিরোধার্য করছে। তো বড় পাপ হোক বা ছোট পাপ আল্লাহ্ তা'লাকে বিসর্জন দিয়ে যখন মানুষ সেগুলো করে তখন সেটি আসলে প্রবৃত্তি বা কামনা বাসনারই দাসত্বের নামান্তর, আর আল্লাহ্ তা'লাকে প্রাধান্য না দেয়ারই প্রমাণ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ কথা বলা যে, আমাদের জামাত যদি জামাত হতে চায় তাহলে জামাতের উচিত হবে নিজেদের ওপর এক মৃত্যু আনয়ন করা। সদস্যের সমন্বয় বা সমষ্টির নাম হলো জামাত। যতক্ষন পর্যন্ত ব্যক্তিগত সংশোধন না হবে সমষ্টিগতভাবে জামাত সংশোধিত বলে আখ্যায়িত হতে পারে না, বরং বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি চোখে পড়বে।

তাই আমরা এটি নিয়ে আনন্দিত হতে পারি না যে, আমাদের অধিকাংশ নিজেদের জাগতিক উদ্দেশ্যের ওপর খোদা তা'লাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। একটি প্রবাদ আছে যে, দু'একটা নোংরা মাছও পুরো পুকুরকে নোংরা করে ফেলে। তাই কয়েক ব্যক্তির নোংরা আচরণ পুরো জামাতকে দুর্নাম করতে পারে, বরং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেই বলেছেন, আমাদের সাথে সম্পর্কের দাবি করে আমাদেরকে দুর্নাম করো না বা আমাদের দুর্নামের কারণ হয়ো না।

এখন কারও মাঝে যদি ব্যক্তিগত কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা তাকে তাহলে মসীহ্ মাওউদ (আ.) কিভাবে বদনাম বা দুর্নাম হতে পারেন, কিন্তু আপনারা যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন যে, আমাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দুর্নামের কারণ হয়। আমাদের বিরোধীরা তখন আমাদের প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করবে, তারা বলবে, দাবি তো তোমরা এটি করছো যে, যুগ ইমামকে মেনে তোমরা ঈমানদার হয়ে গেছ বা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ করছো কিন্তু এই এই মৌলিক রোগ-ব্যাধি আমরা তোমাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি, মিথ্যা, প্রতারণা, ধোঁকা এসব তোমাদের মাঝে রয়েছে। মাহ্দী (আ.)-এর তো পৃথিবীতে এসে বিপ্লব আনার কথা ছিল, মানব প্রকৃতিকে পাক-পবিত্র করার কথা ছিল, এখন আমাদেরকে বল যে, এই বয়আত তোমাদের জীবনে কি বিপ্লব এনেছে?

আজ আমরা আহমদীরা যদি সত্যিকার ঈদ উদযাপন করতে চাই তাহলে আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণের চেতনা নিয়ে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন এনে সত্যিকার ঈদের কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার পাশাপাশি পৃথিবীকে যুলুম এবং অন্যায়ের গন্ডি থেকে বের করার জন্য দোয়ার গন্ডিকে যত বিস্তৃত করা যায় তা করা উচিত, যুলুম, অত্যাচার এবং নিষ্পেষনের শিকার উম্মতে মুসলেমাহ্‌কে সাহায্য করা উচিত এবং হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে তাদের জন্য দোয়া করে আমাদের সত্যিকার ঈদ উদযাপন করা উচিত।

সুতরাং জামাতের কোন এক ব্যক্তির অপকর্ম শুধু জামাতের মূলকেই নাড়া দেয় না বা দোদুল্যমান করে না বরং এমন ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষাকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করে। পূর্বেও আমি দু'একবার বলেছি, অনেকেই প্রকাশ্যে কিছু আহমদীর বিরুদ্ধে আপত্তি করে যে, তাদের অমুক অমুক দুর্বলতা আমাদের জামাতভুক্ত হওয়ার পথে বাঁধা। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে জামাত গঠন করতে চান তা তো খোদা প্রেমীকদের জামাত, খোদা তা'লাকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্যই এই জামাত, বৈষয়িকতাকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার কোন এক বৈঠকে বলেন যে, শুধু মৌখিকভাবে বয়আতের অঙ্গীকার করা কোন অর্থ রাখে না বরং চেষ্টা কর আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া কর তিনি যেন তোমাদেরকে সত্যবাদী প্রমাণ করেন। আর এ ক্ষেত্রে আলস্য বা ত্রুটি বিচ্যুতির শিকার হবে না বরং সোচ্চার হও। তিনি (আ.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ সাহেবের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন যে, আব্দুল লতীফের যে আদর্শ তা সবসময় দৃষ্টিতে রাখ যে, তার সত্তা থেকে কিভাবে সত্যবাদী এবং বিশ্বস্তদের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তার সত্যতা এবং বিশ্বস্ততার দাবি হলো, প্রাণ বা জীবন গেলেও আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি যেন সবসময় প্রাধান্য পায়। শুধু ঈমানের দাবি করা আর কিছু শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে যাওয়া বা বুলেট বুকে নেয়াই সব নয়, ঠিক আছে, এটিও কুরবানী, এভাবেও মানুষ সত্যের জন্য জীবন দেয়, কিন্তু আসল কুরবানী হলো স্থায়ীভাবে নিজের কামনা বাসনাকে কুরবান কর আর খোদার সাথে যে বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার করেছ সেটি রক্ষা কর।

যারা অন্যদের সামনে নোংরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তারা কখনও বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না বরং, তিনি বলেন, যারা অন্যদেরকে নসীহত করে কিন্তু নিজে কোন আমল করে না এমন মানুষ বেঈমান হয়ে থাকে। এটি সত্যিই ভয়ের বিষয়। যারা নোংরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, এমন দৃষ্টান্ত বা এমন আচরণের ফলে পৃথিবীর অনেক বড় ক্ষতি হয়েছে। আমাদের জামাতের এমন কাজ-কর্ম এড়িয়ে চলা উচিত। তোমরা এমন হইও না। তোমরা নিজেদের সর্ব প্রকার কামনা বাসনা এড়িয়ে চল। প্রত্যেক আগন্তুক বা অপরিচিত ব্যক্তি যে তোমাকে দেখে, সে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, সে তোমার অভ্যাস, দৃঢ়চিত্ততা, অবিচলতা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানার যে মান সেগুলোকে দেখে যে, তা কেমন। যদি এই ক্ষেত্রে মান উন্নত না হয় তাহলে তোমাদেরকে দেখে এমন মানুষ হোঁচট খায়।

সুতরাং তিনি আমাদেরকে উন্নত মানে দেখতে চেয়েছেন। আর উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য যেভাবে পূর্ববর্তী বিভিন্ন খুতবায়ও আমি বলেছি যে, খোদা তা'লাকে আমরা তখনই প্রাধান্য দিতে পারব বা অগ্রাধিকার দিতে পারব যদি সবসময় আমাদের মাঝে এই সচেতনতা থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দেখছেন, আমাদের ওপর আল্লাহ্‌র দৃষ্টি রয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বীয় জামাতের যেই মানে আমাদেরকে দেখতে চান তার উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এখন এক সত্যবাদীকে পাঠিয়ে এমন জামাত গঠন করার ইচ্ছ রাখেন যারা খোদা তা'লাকে ভালোবাসবে।

সুতরাং খোদা-প্রেম বা খোদাকে ভালোবাসা কোন সামান্য কথা নয়। এর জন্য অবিরত এবং অবিরাম প্রচেষ্টা ও দোয়া আর নিজের আমল বা কর্মকে খোদার ইচ্ছার অধীনস্ত রাখা প্রয়োজন যা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ভালোবাসার দিকে নিয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যে কোন উক্তি এই কথাতে গিয়েই তিনি ইতি টানেন যে, খোদার প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা চাই। খোদার আদেশ-নিষেধ মেনে চলা উচিত। আর তিনি বলেন যে, আমার আগমনের উদ্দেশ্য এটিই। যে এই উদ্দেশ্যকে বোঝে এবং এটিকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করে সে-ই আমার অংশ, সে-ই আমার সাথে সম্পর্ক রাখে। আর এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, স্মরণ রেখ, এই জামাত এই উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি যে, ধন-সম্পদ বা জাগতিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করবে আর সাচ্ছন্দের মাঝে জীবন অতিবাহিত হবে, এমন ব্যক্তির প্রতি তো খোদা অসন্তুষ্ট। তাই সাহাবাদের জীবনকে দেখ, তাদের জীবনের প্রতি দৃষ্টি রাখ।

তাদের জীবন কেমন ছিল? তারা ইবাদতের সেই উন্নত মানে উপনীত ছিলেন যা ছিল আমাদের জন্য আদর্শ। শুধু ফরয বা আবশ্যক ইবাদত নয় বরং পুরো প্রস্তুতির সাথে তারা নফলও পড়তেন। আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে তারা এমন উন্নত মানে ছিলেন যা দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, তিনি ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করেন, আর তার ব্যবসা এত লাভজনক প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেই বলতেন, আমি যে বস্তুতেই হাত দিতাম আল্লাহ্ তা'লা তাতে এত বরকত রেখে দিতেন যা ছিল কল্পনাতীত। আমার স্পর্শে মাটি সোনা হয়ে যেত। তাকে আল্লাহ্ তা'লা অশেষ ধন ভান্ডার দিয়েছেন, কিন্তু সেই সম্পদ পাওয়ার পরও তার আচরণ কেমন ছিল? তা কি বস্তুবাদি মানুষের ন্যায় ছিল? একদিন তিনি রোযা রেখেছিলেন। ইফতারির সময় যখন তার জন্য দস্তরখান অর্থাৎ খাবারের বিছানা বিছানো হয় তখন সেখানে বিভিন্ন প্রকার খাবার দেখে তিনি কাঁদা আরম্ভ করেন এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন, আর ইসলামের প্রথম যুগের কথা স্মরণ করেন যখন দিনের পর দিন মানুষকে অনাহারে কাটাতে হতো। তার নিজের অবস্থাও তেমনই ছিল কিন্তু সেদিন তার দস্তরখানে হরেক রকম খাবার দেখে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তখন সেই সমস্ত সাহাবীদের কুরবানীর কথা স্মরণ হয় যখন যুদ্ধের ময়দানে তারা শহীদ হতেন তখন তাদের জন্য পর্যাপ্ত কাফন ছিল না। আর যে চাদর ছিল তা এত ছোট যে, মাথা ঢাকলে পায়ে কোন সতর থাকতো না আর পা ঢাকলে মাথা খোলা পড়ে থাকতো।

তো এই হলো সেই নমুনা। আমাদের মাঝে এমন কয়জন আছে যারা সাচ্ছন্দ আসার পর নিজেদের পূর্বের সময়কে এভাবে সচেতনতার সাথে স্মরণ করে। কয়জন আছে যারা খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতার চেতনা নিয়ে সাচ্ছন্দ লাভের পর সত্যিকার অর্থে তাঁর ইবাদতের প্রতি মনোযোগ দেয় এবং পূর্বের চেয়ে বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করে। যদি আমাদের জীবনের মান উন্নত হওয়া, আর্থিক সচ্ছলতা আসা আমাদেরকে খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা এবং তাঁর প্রকৃত ইবাদতকারী বান্দায় পরিণত না করে তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, আমার হাতে বয়আত করে সেই লক্ষ্য তোমার অর্জন হয়নি, তুমি সেই লক্ষ্য অর্জন কর নি যার আশা তোমার কাছে ছিল।

হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ এর দৃষ্টান্ত আমি দিয়েছি। ধন-সম্পদ এবং খোদা তা'লার নিয়ামতরাজির কারণে তিনি কেবল মৌখিকভাবেই কৃতজ্ঞ হন নি বরং খোদা তা'লার পথে সম্পদ খরচের কত বড় মন ছিল তার এবং কিভাবে নিজের ব্যবহারিক আচরণে তিনি এটি প্রমাণ করেছেন তার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। আসলে অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে কিন্তু যাহোক, একবার সাত শত উট ভর্তি খাদ্য শস্য এবং অন্যান্য সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত কাফেলা মদিনায় আসে। তিনি সেই পুরো খাদ্য শস্য উটসহ আল্লাহ্ তা'লার পথে উৎসর্গ করেন। প্রশ্ন হলো এই কুরবানী এবং এই ত্যাগের ফলে তার সম্পদে কোন ঘাটতি এসেছে কি? বা তিনি কি কখনও এটি ভেবেছেন যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার পথে অনেক কিছু করে ফেলেছি? না বরং এরপরও তিনি কুরবানী অব্যাহত রাখেন। আর খোদা তা'লা তাকে এত সম্পদ দিয়েছিলেন যে, বলা হয় মৃত্যুর সময় তার কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল এবং অঢেল ধন সম্পদের মালিক ছিলেন তিনি।

সুতরাং তারা এই পৃথিবীতেই থাকতেন, এই সমাজেই ব্যবসা বাণিজ্য করতেন, কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে খোদা ছিলেন সবার আগে, তাদের আচার আচরণে খোদা তা'লাই অগ্রাধিকার পেতেন। তার নামাযে তার ইবাদতে বিশেষ পরিস্থিতি বিরাজ করতো। বলা হয় যে, যোহরের পূর্বেও তিনি নফল পড়তেন এবং আযানের ধ্বনি শুনে মসজিদের দিকে অগ্রসর হতেন। এক ব্যবসায়ী মানুষের জন্য এটি সত্যিই কঠিন কাজ। কেননা দিনের এই অংশেই বেশির ভাগ ব্যবসা বাণিজ্য হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি তার রাতের নফল এবং দিনের নফল ইবাদতকে তার জাগতিক চাওয়া পাওয়া এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর কখনো রাজত্ব বা কর্তৃত্ব করতে দেননি।

আজ এই মানের সম্পদশালী জামাতে থাকলেও বরং অনেক কম মানের সম্পদশালীও যদি হয়ে থাকে তাহলে নফল পড়া তো দূরের কথা, যোহরের নামাযের জন্যও তারা বড় কষ্টে সময় বের করে। আর নামায পড়লেও এমনভাবে পড়ে যেন কোন বোঝা মাথায় ছিল যা ছুড়ে ফেলেছে। সুতরাং আমাদের যারা সম্পদশালী, যারা সচ্ছল, যারা ধনী ব্যবসায়ী এবং জাগতিক ব্যস্ততায় যারা নিমজ্জিত এমন লোকদের স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের সব কাজে প্রাধান্য পান। আমাদের সামনে যেন সাহাবাদের নমুনা থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাছে এটিই দেখতে চেয়েছেন। আর এ কথার ওপর জোর দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন যে, আমাদের জামাতের শুধু কথার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না, এটি আসল উদ্দেশ্য নয় বরং আত্মশুদ্ধি এবং সংশোধন আবশ্যক যে উদ্দেশ্যে বা যার জন্য খোদা তা'লা আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, ইসলাম একটি বৃক্ষ আর তোমরা সেই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা। তোমরা দৃঢ়চিত্ততা, অবিচলতা এবং নিজেদের আদর্শের মাধ্যমে এই বৃক্ষের সংরক্ষণ বা রক্ষনাবেক্ষণ কর। আরেক জায়গায় তিনি বলেন, ইসলামের হিফাযত এবং সত্য প্রকাশের জন্য সর্বপ্রথম এই দিকটি সামনে রাখা চাই যে, তোমরা সত্যিকার এবং প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত হয়ে যাও।

এরপর দ্বিতীয় দিক হলো এর সৌন্দর্য্য এবং এর গুণাবলীকে পৃথিবীতে প্রচার এবং প্রসার কর। অতএব এটি অনেক বড় এক দায়িত্ব যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের কাঁধে ন্যাস্ত করেছেন। প্রথমত আত্মশুদ্ধি বা নিজেকে পবিত্র করা, এটি এক সংগ্রাম চায়। এর জন্য এক চেষ্টা প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বর্তমানে পৃথিবীর মানুষের চাওয়া পাওয়া এত নোংরা এবং এত বাজে যে খোদার ফযল ছাড়া এগুলো থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। তাই

আত্মশুদ্ধির জন্য, নিজেকে পাক করার জন্য চেষ্টা এবং খোদার সাহায্যের প্রয়োজন। আমরা যখন নিজেদের প্রবৃত্তির নোংরামির বলয় থেকে বেরিয়ে আসব, আমরা যখন নিজেদের জন্য নমুনা বা রোল মডেল হিসেবে দুনিয়ার কোন কীটকে নয় বরং সাহাবাদেরকে নিব তখনই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেই লক্ষ্য আমরা অর্জন করতে পারব যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন, ইসলাম একটি বৃক্ষ। কিন্তু এই বৃক্ষের সৌন্দর্য্য তখনই প্রকাশ পায় যখন বৃক্ষের শাখাগুলো সবুজ এবং সুন্দর হয়ে থাকে।

সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর নিজের মাঝে এই সচেতনতা সৃষ্টি করা উচিত যে, তাকে ইসলাম রূপী বৃক্ষের সবুজ এবং জীবন্ত শাখায় পরিণত হতে হবে, আর এটি তখনই সম্ভব যখন সেই বিশেষত্ব সৃষ্টি হবে যা কোন বৃক্ষের সতেজ সবুজ শাখার জন্য আবশ্যক। ইসলামী বৃক্ষের সতেজতা হলো সেই শিক্ষা যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি নাযেল করেছেন। সুতরাং এই শিক্ষা শিরোধার্য করে, এই শিক্ষাকে অবলম্বন করে এবং এমন উন্নত মান অর্জন করে তা পৃথিবীকে দেখানো প্রত্যেক আহমদীর জন্য আবশ্যক। এই নমুনা বা দৃষ্টান্ত যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এই বৃক্ষের সতেজতা এবং সৌন্দর্য যদি স্বীয় আকর্ষণ এবং সেই সৌন্দর্য ছড়াতে থাকে তাহলে এই শিক্ষার অন্যদেরও লাভবান কর, কল্যাণমন্ডিত কর। পৃথিবী আজ এর জন্য ব্যাকুল। যেভাবে পূর্বেও বলা হয়েছে যে, কোন মডেল বা নমুনা ছাড়া, কোন দৃষ্টান্ত বা আদর্শ হওয়া ছাড়া আমরা পৃথিবীর কোন উপকার করতে পারবো না। আজ মুসলমান বিশ্বেরও এই নমুনার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের পারস্পরিক যুলুম এবং অত্যাচার শুধু ইসলামকেই দুর্নাম করেনি বরং মৌলিক মানবিক মূল্যবোধকেও পদদলিত করেছে।

আজ মুসলিম বিশ্বে মানবতা সংহারী সেই যুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছে যা দেখে মানুষের লোম শিউরে উঠে। এমনকি এই ঈদের দিনেও, যে দিনটিকে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সমবেত হয়ে আনন্দ উৎসবের জন্য নির্ধারণ করেছেন, মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করে, শিশু এবং নিষ্পাপ লোকদের প্রাণ নিয়ে এই দিনটিকেও তারা শোকের দিনে পরিণত করেছে। আর এটি নিয়ে তারা উল্লাস করছে যে, অনেক ভাল কাজ করেছি। তাদের কোন চেতনাই নেই। শুধু এই জন্য লোকদের হত্যা করা হচ্ছে যে, তোমরা আমার ফিরকার সাথে সম্পর্ক রাখ না, আমার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে তুমি একমত নও। বা বিভিন্ন সরকার নিজেদের ক্ষমতার আসনকে দৃঢ় করার জন্য যুলুম এবং অত্যাচার করছে। আর সরকার বিরোধীরা যুলুম করছে এজন্য যে, আমরা সরকারের পতন ডেকে আনতে চাই, তাই নিরীহ মানুষকে হত্যা করলে কোন অসুবিধা নেই। আর এর চেয়েও বড় যুলুম এবং অন্যায় হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নামে আর ইসলামের শিক্ষার নামে এসব অত্যাচার হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে ইন্না লিল্লাহ্ ছাড়া মানুষ আর কি বলতে পারে। আমরা আহমদীরা নিজেদের সীমিত পরিবেশে আদর্শ দেখালেও এ সমস্ত স্বার্থপরদের পক্ষ থেকে অগণিত যুলুম এবং অত্যাচার ইসলামের সুন্দর চেহারাকে কুৎসিত করে তুলে ধরে।

যদিও আমাদের জন্য তবলীগ আবশ্যক, দৃষ্টান্ত স্থাপন আবশ্যক, নমুনা দেখানো আবশ্যক, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে খোদার সাহায্য লাভের জন্যও অনেক দোয়া করার প্রয়োজন রয়েছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থায়ী নমুনা বা দৃষ্টান্ত স্থাপন তখনই কাজে আসে যদি একই সাথে দোয়াও করা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেখানে এটি বলেছেন যে, ইসলামী শিক্ষার উৎকর্ষ দিকগুলোর প্রচার এবং প্রসার কর, সেখানে একই সাথে তিনি এটিও বলেছেন যে, ইসলামের উন্নতি এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়াও একান্ত আবশ্যক। সুতরাং দোয়ার প্রতি সমধিক দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আজ আমরা আহমদীরা যদি সত্যিকার ঈদ উদযাপন করতে চাই তাহলে আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণের চেতনা নিয়ে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন এনে সত্যিকার ঈদের কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার পাশাপাশি পৃথিবীকে যুলুম এবং অন্যায়ের গন্ডি থেকে বের করার জন্য দোয়ার গন্ডিকে যত বিস্তৃত করা যায় তা করা উচিত, যুলুম, অত্যাচার এবং নিষ্পেষনের শিকার উম্মতে মুসলেমাহ্কে সাহায্য করা উচিত এবং হৃদয়ের ব্যাকুলতা নিয়ে তাদের জন্য দোয়া করে আমাদের সত্যিকার ঈদ উদযাপন করা উচিত।

এছাড়া মোটের ওপর নির্লজ্জতা এবং স্বাধীনতার নামে পৃথিবী যেই পাপে নিমজ্জিত হচ্ছে এর ফলে তারা খোদার আযাবকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। তাদের জন্য সহানুভূতির পূর্ণ চেতনা নিয়ে অনেক দোয়া করুন। আজ আমরাই মানবতাকে সত্যিকার আনন্দের ভাগী করতে পারি, সত্যিকার সুখ দিতে পারি। সুতরাং আমাদের সুগভীর ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠার সাথে মুসলিম অমুসলিম সবার জন্য দোয়া করা উচিত। যারা যুলুম-অত্যাচার এবং দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত এই ঈদের দিনে আমরা যদি তাদেরকে এই দুঃখ বেদনা থেকে বের করার জন্য যদি দোয়া করি তাহলে সেটিই প্রকৃত ঈদ হবে।

খোদা তা'লা আজও এবং কালও আমাদেরকে আমাদের এই দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন, আর এই দায়িত্ব পালন আমরা যেন অব্যাহত রাখি। পাকিস্তানের নির্যাতিত আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্‌র পথে যারা বন্দী রয়েছেন তাদের মুক্তির জন্য দোয়া করুন। সমস্যা কবলিত ও যুদ্ধ কবলিত অঞ্চলে বসবাসকারী আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। যেকোনভাবে যারা সমস্যা কবলিত এমন আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এ সমস্ত দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি দান করুন। তারাও যেন সত্যিকার ঈদের আনন্দ উদযাপন করতে পারে।

সারা পৃথিবীর আহমদীদেরকে আমি ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্থায়ীভাবে সত্যিকার আনন্দের ভাগী করুন। (আমীন)

ভাষান্তর: **মওলানা মোবারিজ আহমদ সানী**
মুরব্বী সিলসিলাহ্